দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

64

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি ।। আজ ডাকসুর পুনর্মিলনী

আনোয়ার আলদীন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপন উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হইবে ডাকসু পুনর্মিলনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ ডাকসু এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছে। সকাল ১০ টায় কলাভবন সংলগ্ন মূল চত্বরে অনুষ্ঠান শুরু হইবে। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করিবেন ভিসি প্রফেসর

(১১শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

এমাজউদ্দিন আহমদ। ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি সভাপতিত্ব করিবেন। অনুষ্ঠানে ডাকসুর সাবেক ভিপি, জিএস এবং কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। জানা গিয়াছে ডাকসুর অনেক সাবেক ভিপি, জিএস এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন না। তাঁহাদের অভিযোগ, এই ডাকসুর মেয়াদ ৫ বছর পূর্বে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্তমান ডাকসু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না।

দুইপর্বে অনুষ্ঠিতব্য এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে উদ্বোধনী বক্তব্যের পর স্মৃতিচারণ করিবেন ডাকসুর কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা। পরে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আবাসিক হলসমূহ পরিদর্শন করিবেন। দ্বিতীয় পর্বে থাকিবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ডাকসুর সাবেক সকল ভিপি-জিএসকে এবং সাবেক ৫ জন ভিসিকে ডাকসুর পক্ষ হইতে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হইবে।

ডাকসু প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে। প্রথমে ইহার নাম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ 'ডাসু'। পরে ১৯৫৪ সালে এই নাম রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ "ডাকসু"। শুরুতে ডাকসু ছিল একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র ১ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া ইহার সদস্য হইতেন। উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা হল, এস এম হল ও জগন্নাথ হল হইতে ১ জন করিয়া শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধি ও ভিসি মনোনীত ১ জন শিক্ষককে নিয়া ছাত্র সংসদ গঠনের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীতে ডাকসু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়া ডাকসু কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ডাকসুর পুনর্মিলনীকে সম্মুখে রাখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ব্যাপক আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। ডাকসু ভবনকে নূতনভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। ডাকসু সংগ্রহশালায় ডাকসুর অতীত ভূমিকা ও ঐতিহ্যবাহী ঘটনাবলীর চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

এদিকে ডাকসু কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে একাত্তরে বিতর্কিত ভূমিকার জন্য সাবেক ডাকসু কর্মকর্তা প্রফেসর গোলাম আজম ও '৯০-এর পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য জাসদ নেতা আ,স,ম আবদুর রব এবং সাবেক মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমদ বাবলুকে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই।

ডাকসুর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে গতকাল (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ডাকসু সভাপতি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ তাহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া ইত্তেফাকে বলেন, অনেক চড়াই উৎরাইপার হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাহার গৌররোজ্জল ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এবং আগামী শতাব্দী মোকাবিলায় আমরা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আরও অগ্রগামী হইতে চাই। তিনি বলেন, আগামী অর্ধ শতাব্দী পর জাতি হিসাবে আমরা কোথায় দাঁড়াইব তাহা নির্ধারণ করিবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের ক্রান্তিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আর্থিক সংকটের কারণে একবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের উপক্রম হইয়াছিল। দেশ বিভাগের সময় ব্যাপকভাবে হিন্দু শিক্ষকরা ভারতে চলিয়া যাওয়ার কারণে শিক্ষক শূন্যতার মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। ৭১ সালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের উপর হামলা হয়। সবকিছু উপেক্ষা করিয়া আমরা এখন দৃঢ় অবস্থানে উপনীত।

ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হইবে ঐতিহাসিক ঘটনা। জিএস খায়রুল কবীর খোকন বলেন, পুনর্মিলনী উৎসবের মধ্য দিয়া প্রাক্তন ডাকসু ভিপি-জিএস ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হইবে।